দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 14 SEP 1989
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

# গণশিক্ষা কর্মসূচী জোরদার করা হইতেছে

।। সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া ।।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ) ৯ই সেপ্টেম্বর—দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার গণশিক্ষা কর্মসূচীকে জোরদার করিতেছেন। এই লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন প্রণয়নের প্রস্তাব এখন সরকারের বিবেচনাধীন। গণশিক্ষা কর্মসূচীকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী সংগঠনের পাশাপাশি বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলিকে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে আহ্বান জানানো হইয়াছে। সরকার আগামী দুইহাজার সালের মধ্যে গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ১১ হইতে ৪৫ বছর বয়সী লোকদের সাক্ষরতার বর্তমান হার ২৩ দশমিক ৮ ভাগ হইতে বাড়াইয়া শতকরা ৬০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করিয়াছেন। বর্তমান গণশিক্ষা কার্যক্রম ১৯৮৭-৮৮ অর্থ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শুরু হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথমবারের মত সরকার মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করে এবং সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করা হয়। গণশিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি সাংগঠনিক অবকাঠামো ইতিমধ্যে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। দেশের ২৭টি উপজেলায় প্রতিটিতে ৬০টি করিয়া গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে এবং

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

## গণশিক্ষার কর্মসূচী

( ৩য় পৃঃ পর )

প্রতি কেন্দ্রে ৪০ জন শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট আদর্শ পুস্তক অবলম্বনে এক বছর মেয়াদী সাক্ষরতা কোর্সে শিক্ষাদান করা হইতেছে। ৬০টি কেন্দ্রের মধ্যে ১০টি কেন্দ্র শুধু মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে।

প্রতিটি কেন্দ্রে একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষাদানের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। গণশিক্ষা-কার্যক্রম হইতে শিক্ষার্থীদেরকে বই, খাতা, পেন্সিল চক, ব্লাক-বোর্ড এবং হারিকেন সরবরাহ করা হইতেছে। উপজেলা পর্যায়ে সাক্ষরতা-কর্মসূচী সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা চেয়ারম্যানকে সভাপতি করিয়া একটি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ইউনিট গঠন করা হইয়াছে। এই ইউনিট নিজ-নিজ উপজেলায় কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

অনুদান প্রদান করিয়া বেসরকারী সংস্থাগুলিকে এই কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। তাছাড়া ৪৮টি স্থানীয় ক্ষুদ্র বেসরকারী সংস্থা দেশের ৪৮টি উপজেলায় বিশেষ পদ্ধতির মেটস্লো কর্মসূচীর অধীনে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করিয়াছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনৈক উর্ধতন কর্মকর্তা জানান, আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও কৃষির আধুনিকায়নের প্রেক্ষিতে সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা অধিকতর অনুভূত হওয়ায় বর্তমান গণশিক্ষা কার্যক্রমে ব্যবহারিক সাক্ষরতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।